ইউনিট ৬

রাষ্ট্র

ভূমিকা

প্রতিটি নাগরিকের কাছে রাষ্ট্র একটি পরিচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠানও বটে। মানুষ কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিক জীবনের সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক একক। মানুষকে বলা হয় সমাজিক ও রাজনৈতিক জীব। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। অতীতে রাষ্ট্র এবং সরকারের মাধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। ধীরে ধীরে শব্দটি পৃথক অর্থ ধারণ করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলে :

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান।

পাঠ-২ : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি।

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির বর্ণনা করতে পারবেন ।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

বিভিন্ন লেখক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন । রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবেই নাগরিক জীবনের শুরু । এরিস্টটলের মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ।" এরিস্টটলের সংজ্ঞা নগররাষ্ট্র ভিত্তিক । বর্তমানকালে নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই । আধুনিক রাষ্ট্র প্রধানত: জাতী রাষ্ট্র । তাই আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কিত সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ।

ব্লুন্টসলির মতে, "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত জনসমাজই হলো রাষ্ট্র ।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন, "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র বলে ।"

অধ্যাপক বার্জেস– এর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে মানবজাতির সেই সংঘবদ্ধ অংশ, যা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত ।" লাস ওয়েল ও কাপান এর মতে, "সার্বভৌম ভূখণ্ডভিত্তিক গোষ্ঠীই হচ্ছে রাষ্ট্র ।" অধ্যাপক জে.এন.গার্নার এর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক জনসমাজ যা সংখ্যায় অল্পাধিক বা বিপুল এবং কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসাবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন এবং যার একটি সংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসী স্বাভাবিকভাবে অনুগত ।

সুতরাং রাষ্ট্র বলতে সেই জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে, যাদের একটি সরকার আছে সর্বোপরি যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে সর্বোতভাবে মুক্ত থাকে ।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান পাওয়া যায় । যথা–

(ক) জনসমষ্টি (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (গ) সরকার (ঘ) সার্বভৌমত্ব ।

ক. স্থায়ী জনসমষ্টি : জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান উপাদান । জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্রের কথা ভাবা যায় না । আবার তেমনি জনসমষ্টির জন্যই রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছে । মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গঠন করেছে । জনমানবহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না । কোন ভূখণ্ডে নাগরিকগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সেই জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে । জনসংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে । তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম হলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন সমস্যা হয় না । যেমন চীনের জনসংখ্যা প্রায় একশ' তিরিশ কোটি আবার বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি । আবার কোন রাষ্ট্রে এক নৃ-তাত্ত্বিক জনসমষ্টি থাকতে হবে এমন কথাও নয় । একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও সম্পদের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত । রাষ্ট্রের প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য চলনসই জনসমষ্টি থাকলেই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে ।

খ. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড । নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে শুধু স্থলভাগকে বোঝায় না । নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমানার স্থলভাগ, নদ-নদী, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সাগর ও মহাসাগরের সীমানা এর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলকে বোঝায় ।

ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না । যাযাবর জাতি শুধুমাত্র নিদিষ্ট ভূখণ্ডের অভাবে রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়নি । জনসমষ্টির মত ভৌগোলিক সীমারেখার ক্ষেত্রেও কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই । রাষ্ট্র ছোট বা বড় দুই-ই হতে পারে । যেমন– নেদারল্যাণ্ডের আয়তন মাত্র সাড়ে বার হাজার বর্গমাইল, কিন্তু ভারতের আয়তন প্রায় সাড়ে বার লাখ বর্গমাইল । সুতরাং আয়তন যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রের অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকতে হবে ।

গ. সরকার : সরকার জনগণের মুখপাত্র। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি সুসংগঠিত সরকার প্রয়োজন যার মাধ্যমে জনগণ এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকর হবে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে সরকার গঠিত হবে। সরকার গঠিত হয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নিয়ে। তবে সরকারের রূপ বা প্রকৃতি সকল রাষ্ট্রে একরূপ নয়, ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখা যায়। যেমন : সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

ঘ. সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। শুধু স্থায়ী জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সরকার থাকলে রাষ্ট্র হয় না। এ তিনটি নির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এর আগে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনি। যখন পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষে ঐতিহাসিকভাবে গণসমর্থনে প্রাপ্ত পরম রাজনৈতিক কর্তৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা তথা সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন তখন এই চতুর্থ উপাদানের সংযোগে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকার জন্য কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ রাষ্ট্র নয়। আন্তর্জাতিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্র নয়। এমনকি জাতিসংঘও রাষ্ট্র নয়।

সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক রয়েছে–

১। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

২। সার্বভৌম ক্ষমতা দেশকে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত রাখতে পারে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ নাগরিক জীবন শুরু করে। কারণ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন রাষ্ট্রের সদস্য। রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিক জীবনের অন্যতম একটি সংঘ। সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান রয়েছে– (১) জনসমষ্টি (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব। এই চারটি উপাদান রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। এর কোন একটি না থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (খ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (গ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। রাষ্ট্রের উপাদান কোনটি?

(ক) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (খ) বনভূমি (গ) নদীনালা (ঘ) কোনটি নয়

৩। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?

(ক) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (খ) জনসমষ্টি (গ) সার্বভৌমত্ব (ঘ) সরকার

(খ) এক কাথায় উত্তর দিন

১। রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

২। রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?

৩। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?

৪। বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?

৫। চীনের জনসংখ্যা কত?

(ক) উত্তরমালা : ১। (গ), ২। (ক), ৩। (গ)

(খ) ১। রাজনৈতিক, ২। গার্নার, ৩। সার্বভৌমত্ব, ৪। ১৬ কোটি, ৫। ১৩০ কোটি

পাঠ-২ : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন । কারো মতে, রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটান সম্ভব । কারণ রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না । আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে চরম লক্ষ্য হিসেবে দেখিয়েছেন । আবার কারো কারো মতে, রাষ্ট্র সব কিছুর মূল । অধ্যাপক লাস্কী বলেন, "রাষ্ট্র এমন একটি সংগঠন যা জনগণকে সামাজিক কল্যাণের জ্ঞান দান করে ।" অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি করেছে ।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

রাষ্ট্রের কার্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

অধ্যাপক গেটেল ও উইলোবী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি ও ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলির কথা বলেছেন ।

(ক) অপরিহার্য কাজ : যেসব কার্য নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি অধিকার, স্বাধীনতা সাথে জড়িত থাকে সেগুলোকে অপরিহার্য কার্যাবলি বলে । রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো হলো :

১ । **দেশ রক্ষা :** দেশকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকে । যেমন : সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, পুলিশবাহিনী । এসব বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সাহায্য সহযোগিতা করে ।

২ । **প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মচারী ও কর্মকর্তা থাকে । এরা রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে । এসব কর্মচারীদের নিয়োগ ও পরিচালনা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব । রাষ্ট্র খাজনা ও কর আদায় করে এবং মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা করে ।

৩ । **অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা :** অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য । রাষ্ট্রে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, কোন্দল, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য । এর জন্য রাষ্ট্র পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে ।

৪ । **আর্থিক কার্যাবলি :** খাজনা ও কর নির্ধারণ এবং আদায় ও ব্যয় করা রাষ্ট্রের কর্তব্য । রাষ্ট্র বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, মুদ্রা প্রবর্তন ও মুদ্রা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে ।

৫ । **আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ, আইনের ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে । রাষ্ট্রকে এ কার্য সম্পাদন করতে হলে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, বিচারক নিয়োগ, সিভিল ও পুলিশ কর্মচারীদের ব্যবস্থা করতে হয় । প্রয়োজনে রাষ্ট্র সংবিধান সংরক্ষণ, কার্য প্রণয়ন এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে ।

৬ । **বিচার সংক্রান্ত :** শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র আদালত গঠন ও পরিচালনা করে ।

৭। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কাজ। রাষ্ট্র বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তাছাড়া বিদেশ থেকে আগত কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক শক্তি সংহতি ও প্রগতি বজায় রাখার জন্য সব রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

তা'ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও রাষ্ট্র কতকগুলো কাজ অপরিহার্যভাবে করে। যেমন কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ব্যবস্থা, সরকারি কর্মচারীদের বেতনাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কাজও রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ বলে গণ্য হয়।

৮। **ঐচ্ছিক কাজ :** স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নাগরিকদের জীবনের বহুমুখী উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে সেগুলোকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে ধরা যায়। ঐচ্ছিক কাজগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) **শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি :** শিক্ষা বিস্তার করা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ, এজন্য সরকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এছাড়া নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাকে সুলভ, শিক্ষা ব্যয় হ্রাস, শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনের উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

(২) **স্বাস্থ্য সংরক্ষণ :** আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনস্বার্থ রক্ষার জন্য হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্র মহামারী রোগের প্রতিষেধক টিকা, ইনজেকশন, বিশুদ্ধ পানীয়জলের কূপ, নলকূপ নির্মাণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। কারণ সুস্থ দেহ ও মন ছাড়া একটি সুস্থ জাতি আশা করা যায় না।

(৩) **দরিদ্র কল্যাণ সংক্রান্ত :** লেখাপড়ার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। বিনামূল্যে দারিদ্র্যদের বই-পুস্তক প্রদান, অর্থ প্রদান, বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে থাকে।

(৪) **শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত :** রাষ্ট্র শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্প্রসারন রাষ্ট্রীয় কার্যের আওতাধীন। এছাড়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠা করে এবং পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহ যোগায়।

(৫) **উন্নয়নমূলক কার্যাবলি :** জনগণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ধরনের সমাজকল্যাণমূলক ও জনহিতকর কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাহায্য ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

(৬) **সামাজিক নিরাপত্তা :** আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র অবসরপ্রাপ্তদের পেনসন, কল্যাণ ভাতা, যৌথ বীমা, বৃদ্ধদের জন্য ভাতা, বেকারদের জন্য ভাতা, এতিম ও দু:স্থদের সাহায্য, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় প্রদান করে থাকে।

(৭) **অসহায় নারীদের সাহায্য প্রদান :** দুঃস্থ, বৃদ্ধ ও মহিলাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

(৮) **শ্রমিক কল্যাণ :** আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সময়, মেয়াদ ও মজুরী নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়া শ্রমিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য মজুরি বোর্ড ও শ্রম আদালত স্থাপন করে থাকে।

তাছাড়া জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন– রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডাক, তার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এছাড়া চিত্তবিনোদনের

জন্য ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে আনন্দদায়ক ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে ।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র সব সময়ই জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকে । রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন– অপরিহার্য কার্যাবলি ও ঐচ্ছিক কার্যাবলি । অপরিহার্য কার্যাবলি হচ্ছে, যা নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি, অধিকার, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সাথে জড়িত সেগুলো । আর জনগণের কল্যাণ সাধন ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষে রাষ্ট্র যে সব কল্যাণকর কাজ করে থাকে তাকে ঐচ্ছিক কাজ বলে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১ । কোন ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজকে রাষ্ট্র বলেছেন?
(ক) টি.এইচ গ্রিন (খ) জনলক (গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) ব্লুন্টস্‌লি ।

২ । রাষ্ট্র হচ্ছে মানব জাতির সংঘবদ্ধ অংশ কে বলেছেন?
(ক) অধ্যাপক বার্জস (খ) জে.এন গার্নার (গ) হেগেল (ঘ) টি.এইচ.গ্রিন

৩ । রাষ্ট্রের অপিরিহার্য কাজ কোনটি?
(ক) শিক্ষা বিস্তার (খ) দেশরক্ষা (গ) শ্রমিক কল্যাণ (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা

৪ । রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ কোনটি?
(ক) দেশরক্ষা (খ) শিক্ষা বিস্তার (গ) প্রশাসন পরিচালনা (ঘ) পররাষ্ট্র বিষয়ক

(ক) উত্তর মালা

১ । (গ), ২ । (ক), ৩ । (খ), ৪ । (ঘ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । রাষ্ট্র কি?
২ । রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি ও কি কি?
৩ । সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝেন?
৪ । সরকার কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১ । রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন । রাষ্ট্রের উপাদানগুলো আলোচনা করুন ।
২ । রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন ।
৩ । রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করুন ।
৪ । রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন ।